কৃষি সুপারিশ

৭-১০ ই ডিসেম্বর ২০২১ (২০-২৩ শে অগ্রহায়ণ ১৪৩০)

আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ৭-৮ ই ডিসেম্বর ২০২৩ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা বজ্রবিদ্যুৎ সহ মাঝারী থেকে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে । এমতাবস্থায় রাজ্যের কৃষকদের, বিশেষত দক্ষিনবঙ্গের জেলাগুলির কৃষকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে মাঠের পাকা ধান অতি সত্তর কেটে ঝেড়ে, গুদামজাত করুন এবং প্রয়োজনে যন্ত্রের সাহায্য নিন।

সবজি, তৈলবীজ বিশেষত সরিষা বা সদ্য লাগানো আলুর জমিতে জমা জল দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করুন । পরবর্তী কালে প্রতিরোধক হিসাবে ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করুন। যে সকল কৃষক গন ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আলু বোনার পরিকল্পনা করেছেন তারা বোনার কাজ কয়েক দিন পিছিয়ে দিন।

আলু: - প্রথম চাষে একর প্রতি ৪-৫ টন গোবর সার দিতে হবে। দ্বিতীয় চাষে ৩৫-৪০ কেজি গোবর সারের সাথে ৪ কেজি অ্যাজোস্পিরিলাম ১.৫ কেজি ট্রাইকোডারমা ভিরিডি জমিতে মেশাতে হবে। এর ৭-১০ দিন পর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। একরে নাইট্রোজেন ৮০ কেজি, ফসফেট ৬০কেজি ও পটাশ ৬০ কেজি প্রয়োজন হয়। মূলসার হিসেবে অর্ধেক নাইট্রোজেন পুরো ফসফেট ও অর্ধেক পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

আলু বীজ শোধনের জন্য ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম/লি জলে ১০ মিনিট বা মিথোক্সি ইথাইল মারকিউরিক ক্লোরাইড ২.০ গ্রাম/লি জলে ৩-৪ মিনিট ভেজিয়ে নিলে বীজ শোধন হয়ে যাবে।

তিসি - চাপান সার হিসাবে বীজ বোনার ৩০ দিন পরে একরে ৬ কেজি নাইট্রোজেন বা ১৩ কেজি ইউরিয়া মাটিতে মেশাতে হবে।

শ্বেত সরিষা - সারিতে বুনলে চারা বের হবার ১৫-১৬ দিন পরে প্রতি সারিতে অন্তত ১০ সেমি অন্তর চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে ও আগাছা দমন করতে হবে।শ্বেত সরিষা চাষে অন্তত দু বার সেচ দিতে পারলে ভাল হয়, প্রথমটি বোনার ৩০দিন পরে ও দ্বিতীয়টি আরো ২৫-৩০ দিন পরে। বীজ বোনার ৩০-৪৫ দিন পর একরে নাইট্রোজেন ২০ কেজি ও পটাশ ১০ কেজি চাপান হিসেবে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বোনার ২৫ দিন ও ৫০ দিন পরে বোরোন ২০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

হাইব্রীড সরিষা- বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ পর প্রথম চাপানে এবং ৬-৭ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় চাপানে একরে ১২ কেজি করে নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা উচিৎ। বীজ বোনার ২৫ দিন ও ৫০ দিন পরে বোরোন ২০% ১ গ্রাম প্রতি লিটার জলে গুলে স্প্রে করতে হবে।

মুসুর :- কার্তিকের মাঝামাঝি থেকে অগ্রহায়নের মাঝামাঝি বীজ বোনার উপযুক্ত সময়। উপযুক্ত জাতের শংসিত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। উপযুক্ত জাতগুলি হল- আশা (বি-৭৭), পুসা আগেতী, সুব্রত (বি.এন-৫৮), মৈত্রী ইত্যাদি। ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি ফসফরাস ও ২৪ কেজি পটাশ সার শেষ চাষের আগে একরে প্রয়োগ করে বীজ বুনতে হবে। কোন চাপান সার দিতে হয় না।বীজ বোনার ৩০-৪০ দিন পরে ২ শতাংশ ইউরিয়া দ্রবণ বা ডি.এ.পি. জলীয় দ্রবণ স্প্রে করলে ফলন বৃদ্ধি হয়।

খেসারী :-সব রকম জমিতে চাষ করা যায় তবে নিচু অবস্থানের এঁটেল মাটিতে ভালো হয়। লোনা সহ্য করতে পারে। উপযুক্ত জাত নির্বাচন করে শংসিত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। উপযুক্ত জাতগুলি হল- নির্মল (এন.সি-২৪), রতন (বি.আই.ও.এল-২১২), প্রতীক প্রভৃতি। বীজ বোনার কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে বীজ শোধন করতে হবে এবং বীজ বোনার আগে রাইজোবিয়াম কালচার মেশাতে হবে। একক ফসলের জন্য কার্তিক মাসে একর প্রতি ১৮ কেজি বীজ লাঙল দিয়ে বুনতে হবে। পয়রা ফসল হিসেবে চাষ করলে কার্তিক মাসে আমন ধানের মধ্যে একর প্রতি ২৪ কেজি ছিটিয়ে বুনতে হবে।

গম- উন্নত জাতের বীজ যথা **পি বি ডব্লু ৩৪৩, দেবা (কে-৯১০৭), রাজলক্ষী (এইচ পি ১৭৩১), পি বি ডব্লু ৪৪৩,** অগ্রহায়ন মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বুনলে ভাল ফলন পেতে পারেন। উত্তরবঙ্গে কিছু এলাকায় বৃষ্টি নির্ভর গম চাষ হয়,সেখানে চাষের উপযুক্ত জাত **ইন্দ্র (কে-৮৯৬২), গোমতি (কে-৯৪৬৫), পুসা গম ১০৭ (এইচ ডি ২৮৮৮), এইচ ডি আর-৭৭, এইচ ডি ২৯৬৭** । একর প্রতি ৪০-৪৫ কেজি বীজ লাগবে। জমি তৈরীর সময় একর প্রতি ২টন কম্পোস্ট সার, ৬ কেজি অ্যাজোটোব্যাকটর এবং পি এস বি প্রয়োগ করা দরকার। পার্বত্য ও তরাই অঞ্চলে একর প্রতি ৪-৮ কুইন্টাল ডলোমাইট বীজ বোনার ৩ সপ্তাহ আগে মাটিতে মেশাতে হবে। মূল সার হিসাবে একর প্রতি ৫৩ কেজি ইউরিয়া, ১৫০ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ৪০ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে। সেচ সেবিত পার্বত্য ও তরাই অঞ্চলে একর প্রতি মূল সার হিসাবে ৬১.৫ কেজি ইউরিয়া, ১৭৫ কেজি এস. এস. পি এবং ৪৬.৫ কেজি মিউরেট অব পটাশ প্রয়োগ করতে হবে।

ভুট্টা- একর প্রতি কমপক্ষে ৪.০ টন জৈবসার, অ্যাজোটোব্যকটর + পি. এস. বি ৬ কেজি, ক্লোরোপাইরিফস ১.৫% গুঁড়ো অথবা কার্বফুরান ৩জি ১২ কেজি হারে শেষ চাষের সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি কেজি বীজের সাথে ২.০ গ্রা ব্যভিস্টিন অথবা ২.৫ গ্রা থাইরাম ভালোভাবে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। রবি ফসলের জন্য নভেম্বর মাসের মধ্যে বীজ বুনলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০-৭৫ সেমি ও সারিতে গাছের দূরত্ব ২০-২৫ সেমি। প্রতি বর্গমিটারে কমপক্ষে ৫-৬টি চারা থাকা প্রয়োজন। একরে ৭.৫ কেজি বীজ লাগবে। হাইব্রীড ভুট্টায় একর প্রতি নাইট্রোজেন ৬৪ কেজি, ফসফেট ৩২ কেজি ও পটাশ ৩২ কেজি লাগবে। ঘাটতিযুক্ত এলাকায় একরে ১০কেজি জিঙ্কসালফেট ও ৪ কেজি বোরাক্স জৈবসারের সাথে মিশিয়ে জমি তৈরির সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। রবি মরশুমের জন্য হাইব্রীড ভুট্টার নোটিফায়েড উপযুক্তজাত- DHM 117, ADV 756, JKMH 502, PAC 740, যুবরাজ গোল্ড ইত্যাদি।

বিস্তারিত জানতে আপনার ব্লকের স্থানীয় কৃষি প্রযুক্তি সহায়ক বা সহ-কৃষি অধিকর্তার কার্য্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

কৃষিঅধিকর্তা,পশ্চিমবঙ্গসরকার-এর

পক্ষে সুবীর কুমার সরকার, 07/12/2023

যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা (জনসংযোগ, তথ্য ও সম্প্রচার), পশ্চিমবঙ্গ